بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ২১শে নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থ মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় মহানবী (সা.)-এর জীবচরিতের প্রেক্ষাপটে তাবূকের যুদ্ধাভিযান থেকে প্রত্যাবর্তনের বিবরণ তুলে ধরেন।

তাশাহ্হুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, তাবূকের যুদ্ধাভিযান থেকে প্রত্যাবর্তনকালের আরও কিছু ঘটনা আজ বর্ণনা করব। ইতঃপূর্বে তাবূকের যুদ্ধের ব্যাপারে মুনাফিকরা ইহুদী-খ্রিষ্টানদের সাথে মিলিত হয়ে ষড়যন্ত্র করেছিল, কিন্তু এখানেও তারা পুরোপুরি ব্যর্থ হয় এবং মুসলমানরা এ অভিযানে অনেক দিক থেকে লাভবান হয়। এরপর সেখান থেকে ফেরার পথে তারা মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে পুনরায় একটি ষড়যন্ত্র করে। যাত্রাপথে এমন একটি স্থান ছিল যেখান থেকে সামনে এগোনোর দুটি পথ ছিল; একটি প্রশস্ত ও উন্মুক্ত প্রান্তর, আরেকটি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু সরু ও বিপজ্জনক। এ সুযোগে তারা ষড়যন্ত্র করে যে, মুসলমানরা যখন এ বিপজ্জনক রাস্তা অতিক্রম করবে তখন রাতের অন্ধকারে সব মুনাফিক মহানবী (সা.)-এর উটের কাছে একত্রিত হবে এবং তাঁর উটনীটিকে উপত্যকার কিনারার দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে আর কোনোভাবে হাওদার রশিগুলো কেটে দেয়া হবে। এভাবে (নাউযুবিল্লাহ্) উটনীটি মহানবী (সা.)-কে নিচে ফেলে দেবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা মুনাফিকদের এ ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র সম্পর্কে মহানবী (সা.)-কে পূর্বেই অবগত করেন আর তিনি (সা.) যাত্রার পূর্বেই এ ঘোষণা দিয়ে দেন যে, তিনি ও **তাঁর তিনজন সাথি ছাড়া আর কেউ এ পথ দিয়ে অগ্রসর হবে না, তারা হলেন, হযরত হুযায়ফা বিন ইয়ামান, হযরত হামযা বিন আমর এবং হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)।**

এর ফলে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র আবারও ব্যর্থ হয়। তথাপি তারা তাৎক্ষণিকভাবে শেষবারের মতো এ ষড়যন্ত্র করে যে, বারো বা পনেরো জন ব্যক্তি নিজেদের চেহারা ঢেকে দ্রুততার সাথে সেই উপত্যকায় জড়ো হবে এবং হঠাৎ মহানবী (সা.)-এর উটনীকে তাড়া দেবে যেন সেটি ভয় পেয়ে মহানবী (সা.)সহ খাদের গভীরে ভূপাতিত হয়ে দূর্ঘটনার শিকার হয়। ষড়যন্ত্র অনুযায়ী তারা মুখ ঢেকে মহানবী (সা.)-এর উটনীর কাছে এসে ভয় দেখাতে থাকে যার ফলে হাওদার কিছু জিনিসও পড়ে যায়। এটি দেখে মহানবী (সা.) হযরত হুযায়ফা (রা.)-কে নির্দেশ দেন, তিনি যেন মুনাফিকদের প্রতিহত করেন। এরপর হযরত হুযায়ফা (রা.) লাঠি দিয়ে তাদের বাহনগুলোকে আঘাত করতে থাকেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্র শত্রুরা! সরে যাও। মুনাফিকরা তখন বুঝতে পারে, মহানবী (সা.) তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জেনে গেছেন। তাই তারা দ্রুত অন্যদিকে সটকে পড়ে এবং মুসলমানদের মূল সৈন্যবাহিনীর সাথে গিয়ে মিলিত হয়। এক বর্ণনানুযায়ী আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে সে সব মুনাফিকের নাম পরিচয় অবগত করেছিলেন। তিনি (সা.) হযরত হুযায়ফা (রা.)-কে গোপনীয়তা বজায় রাখার শর্তে তাদের নাম বলে দিয়ে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে তাদের জানাযার নামায পড়তে বারণ করেছেন। কোনো কোনো সাহাবী শাস্তিস্বরূপ তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের আবেদন করেন। কিন্তু তিনি (সা.) বলেন, আমি চাই না আরববাসী নিজেদের মাঝে এ কথা বলাবলি করুক যে, মুহাম্মদ (সা.) নিজের জাতির লোকদের বা নিজ সাথিদের হত্যাকারী। হযরত উসায়েদ (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! তারা তো সাহাবী বা আপনার সাথি নয়? তিনি (সা.) বলেন, তারা কি **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ কলেমার** সাক্ষ্য দেয় না? হযরত উসায়েদ (রা.) বলেন, **তারা মুখে স্বীকার করলেও অন্তরে তা পোষণ করে না**। তিনি (সা.) বলেন, **যেহেতু তারা মুখে স্বীকার করে তাই আমি তাদেরকে হত্যা করব না।**

হুযূর (আ.) বলেন, বর্তমানে এক শ্রেণির নামধারী আলেম-ওলামা কলেমা পাঠকারীদের আহমদী মুসলমানদেরকে নির্বিচারে হত্যার ফতওয়া দিয়ে মানুষকে উস্কে দেয়। উক্ত হাদীস থেকে তাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত।

হযরত উমর (রা.)-র খিলাফতকালে কেউ মারা গেলে তার জানাযা পড়ার জন্য তিনি হযরত হুযায়ফা (রা.)-কে সাথে নিয়ে যেতে চাইতেন আর তিনি যদি জানাযায় যেতে অস্বীকৃতি জানাতেন তাহলে হযরত উমর (রা.) বুঝে নিতেন, মহানবী (সা.) যেসব মুনাফিকের নাম বলেছিলেন তাদের মধ্যে এও ছিল, তাই তিনিও আর তার জানাযা পড়তে যেতেন না।

এরপর হুযূর (আই.) বলেন, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, মক্কাবিজয়ের পর মুনাফিকরা রোমান সাম্রাজ্যের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ বাধানোর পাঁয়তারা করে যে কারণে মহানবী (সা.)-কে মুসলমান সৈন্যদল নিয়ে তাবূকের যুদ্ধাভিযানে বের হতে হয়েছিল। এ সময় মুনাফিকদের পরিকল্পনা ছিল, এমন একটি কেন্দ্র তৈরি করা যেখানে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হবে এবং সেখানে অস্ত্রশস্ত্রও মজুত রাখা হবে, তবে বাহ্যিকভাবে কেন্দ্রটি এমন হবে যাতে অন্যান্য মুসলমানদের কোনো সন্দেহ না হয়। আবু আমের যে কিছুদিন মদীনা থেকে মক্কায় গা ঢাকা দিয়ে ছিল, সে হঠাৎ মদীনায় এসে মুনাফিকদের এই পরামর্শ দেয় যে, তোমরা কূবায় একটি মসজিদ নির্মাণ করো এবং সেটিকে সামরিক ঘাঁটি বানিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নাও, খুব শিগগিরই আমি একটি বিশাল বাহিনী নিয়ে মদীনায় আক্রমণ করব। অপরদিকে সে রোম সম্রাটের কাছে যায় যেন সে তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করে। মূলত তার এ নির্দেশ অনুসারে মুনাফিকরা মদীনায় নিজেদের স্থায়ী ঘাঁটি বানানোর উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিল যেটিকে মসজিদে **'যিরার'** নামে আখ্যায়িত করা হয়। তারা এটি নির্মাণ করে মহানবী (সা.)-কে নামায পড়ার মাধ্যমে উদ্বোধনেরও আবেদন জানায়, কিন্তু ঐশীপ্রজ্ঞার অধীনে মহানবী (সা.) তখন তাবূকের যুদ্ধযাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন বিধায় তাদেরকে প্রত্যাবর্তনের পর সেই মসজিদে যাওয়ার কথা জানান। পরবর্তীতে আল্লাহ্ তা'লা এ মসজিদ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ওহীর মাধ্যমে মহানবী (সা.)-কে অবগত করেন যে,

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ*

অর্থাৎ **আর (মুনাফিকদের মধ্য হতে) এক দল লোক, যারা একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিল (ইসলামের) ক্ষতিসাধন করার উদ্দেশ্যে, কুফরী বিস্তারের লক্ষ্যে এবং মু'মিনদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করার নিমিত্তে। আর ইতঃপূর্বে যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এসেছে তাদেরকে একটি গোপন ঘাঁটি সরবরাহের লক্ষ্যে। আর তারা অবশ্যই শপথ করবে, 'আমরা কেবল মহৎ উদ্দেশ্যেই এটি করেছি। অথচ আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী'।** (সূরা আত্ তাওবা: ১০৭) এরপর মহানবী (সা.) মদীনায় ফিরে এসে এই মসজিদ ধ্বংস করার নির্দেশ প্রদান করেন, ফলে সাহাবীগণ আগুন জ্বালিয়ে এটিকে ধ্বংস করে দেন। তবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, মুনাফিকদের এতো বড়ো ষড়যন্ত্রের পরও তিনি (সা.) তাদেরকে দৈহিক বা আর্থিক কোনো শাস্তি প্রদান করেন নি। তিনি (সা.) আসেম বিন আদী (রা.)-কে এখানে বাড়ি নির্মাণের প্রস্তাব দিলে তিনি (রা.) ক্ষমা চেয়ে নেন এবং সাবেত বিন আরকাম (রা.)-কে তা দান করার আবেদন করেন। মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে হযরত সাবেত বিন আরকাম (রা.) সে স্থানে বাড়ি নির্মাণ করেন, কেননা তার থাকার মতো কোনো ঘর ছিল না।

প্রায় দুই মাস সফরের পর মুসলমান সৈন্যবাহিনী মদীনায় ফেরত আসে। তিনি (সা.) মদীনার কাছাকাছি পৌঁছে বলেন, **এটি সেই (মদীনা সংলগ্ন উহুদ) পাহাড় যা আমাদেরকে ভালোবাসে আর আমরাও একে ভালোবাসি।** তিনি (সা.) আরও বলেন, **আমার দ্রুত মদীনায় পৌঁছতে হবে, তোমাদের মধ্যে যারা আমার সাথে যেতে চাও আসো।** তাবূক থেকে ফিরে আসার পর তিনি (সা.) বলেন, **মদীনায় কিছু লোক রয়েছে যারা তোমাদের সাথেই ছিল, যখন তোমরা কোনো উপত্যকা পার হয়েছো বা কোনো সফর করেছ।** তখন সাহাবীরা নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! মদীনায় থেকে তারা কীভাবে আমাদের সঙ্গে ছিলেন? উত্তরে তিনি (সা.) বলেন, **তারা মদীনাতেই আছে, কিন্তু অসুস্থতা বা অন্য কোনো অপরাগতা তাদেরকে (সফরে যাওয়া থেকে) বিরত রেখেছে।** আরেকটি বর্ণনায় আছে, তিনি (সা.) আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে বলেন, **সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'লার, যিনি আমাদের এই সফরে পুরস্কৃত ও পুণ্যবান করেছেন এবং যারা পেছনে রয়ে গিয়েছিল তাদেরকেও একই পুণ্যে আমাদের সঙ্গে অংশীদার করেছেন।** তখন হযরত আয়েশা (রা.) জিজ্ঞেস করেন, আপনি তো সফরের কষ্ট সহ্য করেছেন, তাই আপনি পুণ্যের অংশীদার হয়েছেন। তারা তো কোনো কষ্ট ভোগ করে নি, তাহলে তারা কীভাবে পুণ্যের অংশীদার হলো? তিনি (সা.) বলেন, **যাদের অসুস্থতা তাদেরকে (সফর করা থেকে) বিরত রেখেছে তারাও আমাদের সাথি। আল্লাহ্‌র কসম! তাদের দোয়া শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের অস্ত্রের চেয়েও অধিক কার্যকর ছিল।**

তাবূকের যুদ্ধাভিযান থেকে মহানবী (সা.)-এর প্রত্যাবর্তনে সময় তাঁর প্রতি ভালোবাসা ও তাঁকে এক নযর দেখার আগ্রহে মদীনার আবালবৃদ্ধবণিতা আনন্দের আতিশয্যে মদীনা শহর থেকে বাইরে **সানিয়্যাতুল বিদায়** এসে গান ও কবিতার মাধ্যমে তাকে (সা.) স্বাগত জানায়। তারা গাইতে থাকে,

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعْ
وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لله دَاعْ

অর্থাৎ **সানিয়্যাতুল বিদায় আমাদের মাথার ওপর পূর্ণিমার চাঁদ উদিত হয়েছে, আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন আবশ্যক হয়ে গেল, যতদিন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোনো আহ্বানকারী আহ্বান করতে থাকবে।**

মদীনাবাসী এভাবে দু'বার মহানবী (সা.)-কে স্বাগত জানানোর সুযোগ পেয়েছেন। একবার মহানবী (সা.)-এর হিজরতের সময় আর দ্বিতীয়তবার তাবূকের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময়। পরিশেষে হুযূর (আই.) বলেন, মহানবী (সা.) জীবনচরিতের প্রেক্ষাপটে আরও কিছু ঘটনা রয়েছে যা আগামীতে বর্ণনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org-এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)